যোয়েলের পুস্তক এবং লাওদিকীয় সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চ - নম্বর ছয়

বিস্ময়কর গণনাকারী এবং কতকাল?

Jeff Pippenger
2025-12-08

পালমোনি, বিস্ময়কর সংখ্যা-নির্ধারক, শুধু গণিতের ওপর ভিত্তি করে ধাঁধা তৈরি করেন না, তিনি গণিতের স্রষ্টা।

> কারণ তাঁর দ্বারাই সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে—স্বর্গে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, দৃশ্য ও অদৃশ্য; সিংহাসন, প্রভুত্ব, প্রধানত্ব বা ক্ষমতা—সবই তাঁর দ্বারা এবং তাঁর জন্য সৃষ্টি হয়েছে। এবং তিনিই সমস্ত কিছুর পূর্বে, এবং তাঁরই দ্বারা সমস্ত কিছুর স্থিতি বজায় থাকে। কলসীয় ১:১৬, ১৭।

আপনি যদি এআইকে জিজ্ঞেস করেন পালমোনি তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাক্যে যে সংখ্যাগুলি স্থাপন করেছেন সেগুলি সম্পর্কে, এবং আরও জিজ্ঞেস করেন সেই সংখ্যাগুলি গণিতের জগতে কোনো তাৎপর্য বহন করে কিনা, তবে দেখবেন যে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রায় প্রতিটি সংখ্যারই গণিতে একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। নিম্নের তালিকাটি পনেরোটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সংখ্যা উপস্থাপন করে; গণিতের জগতে—বিশেষত সংখ্যাতত্ত্ব, পাঠ্যপুস্তক ও গণিত-সংস্কৃতিতে—তাদের যে প্রাধান্য রয়েছে, তার ক্রমানুসারে।

৪২ - চূড়ান্ত পপ-সংস্কৃতি আইকন + সমৃদ্ধ, প্রোনিক, ক্যাটালান, স্ফেনিক।

৭ - বহু উপাধিধারী প্রিয় ছোট মৌলিক সংখ্যা (মার্সেন প্রাইম, সেফ প্রাইম, হ্যাপি প্রাইম ইত্যাদি)।

২৩ - বিশেষ লেবেলসমৃদ্ধ একটি মৌলিক সংখ্যা (Sophie Germain, safeprime, happy prime, ইত্যাদি)।

২৫২০ - ১ থেকে ১০ পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যায় বিভাজ্য সবচেয়ে ছোট সংখ্যা (ল.সা.গু. ১–১০) হিসেবে বিখ্যাত এবং অত্যধিক গুণনীয়কবিশিষ্ট একটি সংখ্যা।

২২০ - ক্ষুদ্রতম বন্ধুসংখ্যা যুগলের অর্ধেক (২৮৪-এর সাথে)।

১৯ - উল্লেখযোগ্য মৌলিক সংখ্যা: টুইন প্রাইম, কাজিন প্রাইম, সেক্সি প্রাইম, হিগনার সংখ্যা, হ্যাপি প্রাইম, ইত্যাদি—ছোট মৌলিক সংখ্যাগুলোর মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

১২৬০ - গুরুত্বপূর্ণ উচ্চতর যৌগিক সংখ্যা (২৫২০-এর ঠিক আগে)।

৩০ - প্রথম তিনটি মৌলিক সংখ্যার গুণফল হওয়া সবচেয়ে ছোট অত্যন্ত যৌগিক সংখ্যা; পাঠ্যবইয়ের ক্লাসিক উদাহরণ।

২৩০০ - ১ থেকে ৯-এর লসাগু.

৪০০ - পরিষ্কার পূর্ণবর্গ (২০^2)।

৬৫ - দুটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার বর্গের যোগফল হিসেবে দুই ভিন্নভাবে প্রকাশ করা যায় এমন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ($১^২+৮^২$ এবং $৪^২+৭^২$); চমৎকার, তবে কিছুটা বেশি বিশেষায়িত।

৪৬ - দুটি অধিক্য সংখ্যার যোগফল হিসেবে প্রকাশযোগ্য নয় এমন সর্ববৃহৎ জোড় সংখ্যা + কয়েকটি বিশেষায়িত শিরোনাম।

৪৩০ - সুন্দর স্ফেনিক সংখ্যা (২×৫×৪৩)।

১২৯০ - সাধারণ কম্পোজিট।

১৩৩৫ - ক্ষুদ্র তালিকা (সেমিপ্রাইম/স্ব-সংখ্যা)।

আপনি যদি আমার মতো হন, এবং গণিতের জগৎ সম্পর্কে অপরিচিত হন, তাহলে আপনি তালিকাটি পড়ে খুব সহজেই ধরে নিতে পারেন যে গণিতের জগতে প্রতিটি সংখ্যার কোনো না কোনো বিশেষ ঐতিহ্য, অদ্ভুত সূক্ষ্মতা ইত্যাদি রয়েছে; কিন্তু বিষয়টা তেমন নয়। আমি যখন এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সংখ্যাগুলোর প্রতিটির গণিতজগতের অবস্থান সম্পর্কে জানতে AI-কে জিজ্ঞেস করছিলাম, আমি একবারে একটি করে জিজ্ঞেস করেছিলাম এবং চতুর্থ সংখ্যার পর একটি অনুসরণমূলক প্রশ্ন করেছিলাম। আমি জানতে চেয়েছিলাম, আমি যে কোনো সংখ্যা নিয়েই প্রশ্ন করি না কেন, AI কি আমাকে তার কোনো ঐতিহাসিক ঐতিহ্যগত বিবরণ দেবে, নাকি প্রথম চারটি সংখ্যাই সত্যিই গণিতের জগতে এতটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রথম চারটি সংখ্যা গণিতের জগতে গভীরভাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। কিন্তু বিষয়টা সেখানে থামেনি। AI জানাল যে ওই প্রথম চারটি সংখ্যা সত্যিই গণিতের জগতে এক অনন্য শ্রেণিতে পড়ে। আমি যখন তথ্য সংগ্রহ চালিয়ে যাচ্ছিলাম, AI প্রশংসা করতে শুরু করল যে গণিতের জগতে এমন আলাদা করে চোখে পড়া সংখ্যা বেছে নিতে আমি কতটা পারদর্শী। আমি যে শেষ দুইটি সংখ্যা (19, 65) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তার জবাবে AI-এর শেষ কথাটি ছিল, "19 সুপারস্টার মৌলিক সংখ্যাগুলোর মধ্যে শীর্ষের কাছাকাছি চমৎকারভাবে মানিয়ে যায়, আর 65 সম্মানজনক হলেও নিচের দিকে—তবে এখনও মজবুত একটি নির্বাচন! উল্লেখযোগ্য সংখ্যা বারবার খুঁজে বের করার আপনার সক্ষমতা সত্যিই চমকপ্রদ। আরেকটা আছে?"

আমি নিশ্চিত, (যদিও কীভাবে আমার এই নিশ্চিততাকে প্রমাণ করব, তা আমি জানি না)—আর কোনো ঐতিহাসিক সাক্ষ্য নেই, কোনো প্রকারেই না, যা দেখাতে পারে যে একটিমাত্র উৎস থেকে এতগুলো বিশেষ গাণিতিক সংখ্যা চিহ্নিত হয়েছে। গণিতের জগতে এই সংখ্যাগুলো বিশেষ, আর যিশু আধ্যাত্মিক জগতকে ব্যাখ্যা করতে প্রাকৃতিক জগৎকে ব্যবহার করেন। এই সংখ্যাগুলো গণিতের জগতে কী প্রতিনিধিত্ব করে তা কোনো AI উৎসকে জিজ্ঞেস করুন, আর আপনি অবাক হয়ে যাবেন। এইসব গাণিতিক তত্ত্ব ইত্যাদি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা আমার সামর্থ্যের বাইরে, কিন্তু গাণিতিক তত্ত্বে আমার সীমিত যোগ্যতা নিয়েও আমি লক্ষ্য করেছি যে এই সংখ্যাগুলোর কিছু তাদের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্যের কিছু উপাদানের সাক্ষ্য দেয়।

সংখ্যা ২৫২০ হলো ক্ষুদ্রতম সংখ্যা (এবং সংখ্যা অসীম পর্যন্ত চলতে থাকে) যা ১ থেকে ১০ পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে কোনো ভাগশেষ থাকে না। এই কারণে, গণিতের জগতে এটিকে ১ থেকে ১০-এর লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক (LCM) বলা হয়। সে কারণেই এর গুণনীয়ক অনেক—মোট ৪৮টি, যা এর চেয়ে ছোট যে কোনো সংখ্যার তুলনায় "বেশি"। এর ফলে এটি একটি উচ্চ যৌগিক সংখ্যা (গণিতে, এমন এক বিশেষ শ্রেণির সংখ্যা যাদের

গুণনীয়ক অস্বাভাবিকভাবে বেশি থাকে)।

সংখ্যা ২৩০০-এর একটি উল্লেখযোগ্য গাণিতিক বৈশিষ্ট্য আছে, যা ২৫২০-এর খ্যাতির কারণের অনুরূপ—এটি ১ থেকে ৯ পর্যন্ত প্রতিটি পূর্ণসংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য ক্ষুদ্রতম ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা (অর্থাৎ, ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর লঘিষ্ঠ সমবর্তক)।

সংখ্যাতত্ত্বে ২২০-এর একটি বিখ্যাত বিশেষ শ্রেণিবিভাগ আছে—কারণ এটি বন্ধুসংখ্যার সবচেয়ে ছোট (এবং সবচেয়ে সুপরিচিত) যুগলের অর্ধেক। গণিত জগতে "বন্ধুসংখ্যা" বলতে দুটি ভিন্ন সংখ্যার এমন এক জোড়াকে বোঝায়, যেখানে প্রত্যেকটির যথাযথ ভাজকের (অর্থাৎ নিজ সংখ্যা ছাড়া বাকি সব ভাজক) সমষ্টি অপর সংখ্যাটির সমান হয়। গণিতে এগুলোকে "নিখুঁত বন্ধু" বলা হয়—প্রাচীন গ্রিকরাও এগুলোকে বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে দেখতেন! ওই যুগলটি হলো ২২০ এবং ২৮৪। এই যুগল (২২০, ২৮৪) প্রাচীনকালে আবিষ্কৃত সবচেয়ে ছোট পরিচিত "বন্ধুসংখ্যার যুগল" (সম্ভবত পাইথাগোরাস বা তাঁর অনুসারীদের দ্বারা), এবং বহু শতাব্দী ধরে এটাই একমাত্র পরিচিত যুগল ছিল। দুই সংখ্যার এক অংশ হিসেবে ২২০-কে সংখ্যাতত্ত্বের ক্লাসিকগুলোর একটি হিসেবে ধরা হয়!

আধ্যাত্মিকভাবে 220 সংখ্যা দ্বিত্ব ও মানবতার সমন্বয়কে প্রতিনিধিত্ব করে এবং গণিত জগতে এটি একটি "পরিপূর্ণ বন্ধু" জুটিকে নির্দেশ করে। 220, 2300 এবং 2520-এর গণিতগত খ্যাতি একসূত্রে গাঁথা, এই অর্থে যে প্রত্যেকটির খ্যাতির কারণ হলো—নিজ নিজ শ্রেণিতে এগুলোই সবচেয়ে ছোট। দানিয়েলের অষ্টম অধ্যায়ের তেরো ও চৌদ্দ নম্বর পদে পালমোনি 2520 ও 2300—উভয়কেই চিহ্নিত করেন, আর 2520 থেকে 2300 বাদ দিলে থাকে 220; ফলে শাস্ত্রের যে পদগুলোতে খ্রিস্ট নিজেকে পালমোনি হিসেবে পরিচয় দেন—যা একমাত্রবার ঘটে—সেই পদগুলিতেই গণিত জগতের এই তিনটি খ্যাতনামা ছোট সংখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে।

তেইশশ দিন পর্যন্ত; তারপর পবিত্রস্থান শুচি হবে এই কথাটি সেই বিচারের সূচনাকে চিহ্নিত করে, যা ১৮৪৪ সালে মৃতদের দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং পরে ৯/১১-এ জীবিতদের দিকে অগ্রসর হয়। তেরো ও চৌদ্দ নম্বর পদে পালমোনি, অদ্ভুত গণনাকারী, মোশির 'সাতবার'কে দানিয়েলের 'তেইশশ দিন'-এর সঙ্গে একত্রিত করেন।

> তখন আমি একজন পবিত্রজনকে কথা বলতে শুনলাম, আরেক পবিত্রজন সেই কথা বলা পবিত্রজনকে বললেন, প্রতিদিনের বলিদান এবং উজাড়ের অপরাধ সম্বন্ধে এই দর্শন কতদিন থাকবে, যাতে পবিত্রস্থান ও বাহিনী উভয়কেই পদতলে পদদলিত করা হয়?
>
> তিনি আমাকে বললেন, দুই হাজার তিনশত দিন পর্যন্ত; তখন পবিত্রস্থান শুদ্ধ করা হবে। দানিয়েল ৮:১৩, ১৪।

পবিত্রস্থান ও বাহিনী একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সম্পর্ককে প্রতিনিধিত্ব করে। পবিত্রস্থানের উদ্দেশ্য হলো, ঈশ্বর যেন তাঁর লোকদের মধ্যে বাস করতে পারেন।

> আর তারা আমার জন্য একটি পবিত্রস্থান নির্মাণ করুক, যাতে আমি তাদের মধ্যে বাস করতে পারি। যাত্রাপুস্তক ২৫:৮।

পবিত্রস্থান ও জনতা পায়ের নীচে পদদলিত হবে, এবং সেই সাধু পালমোনিকে, যিনি 'সে নির্দিষ্ট সাধু' রূপে উপস্থাপিত, জিজ্ঞেস করলেন, 'কতকাল' উভয় 'পবিত্রস্থান ও জনতা' 'দৈনিক' এবং 'উজাড়ের অপরাধ' নামে উপস্থাপিত শক্তিসমূহের দ্বারা পায়ের নীচে পদদলিত

হতে থাকবে? দুটি উজাড়কারী শক্তি, যারা পবিত্রস্থান ও জনতাকে পদদলিত করবে। মূর্তিপূজাবাদ এবং পোপতন্ত্র উভয়ই ঈশ্বরের পবিত্রস্থান ও ঈশ্বরের জনগণকে পদদলিত করবে।

লেবীয় পুস্তক ছাব্বিশ অধ্যায়ে মূসার 'সাত বার'কে 'তাঁর চুক্তির বিবাদ' বলা হয়েছে। ইস্রায়েলের উত্তর ও দক্ষিণ রাজ্যের বিরুদ্ধে 'সাত বার'-এর বিচারই ছিল 'তাঁর চুক্তির বিবাদ'। সে বিচার নির্দেশ করেছিল যে উত্তর রাজ্য খ্রিস্টপূর্ব ৭২৩ সালে এবং দক্ষিণ রাজ্য খ্রিস্টপূর্ব ৬৭৭ সালে বন্দীদশায় নিয়ে যাওয়া হবে। পালমোনিকে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল, 'কতদিন' 'সাত বার'-এর বিক্ষিপ্তিকরণ পবিত্রস্থান ও বাহিনীর উপর চালানো হবে, এবং উত্তরটি ছিলো ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ পর্যন্ত।

ইস্রায়েলের উত্তর রাজ্যের বিরুদ্ধে 'সাত সময়' ১৭৯৮ সালে শেষ হয়েছিল এবং দক্ষিণ রাজ্যের বিরুদ্ধে 'সাত সময়' ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ শেষ হয়েছিল। দক্ষিণ রাজ্যের বিরুদ্ধে 'সাত সময়' দানিয়েলের 'দুই হাজার তিনশ দিন'-এর সঙ্গে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ শেষ হয়েছিল। পালমোনি ইচ্ছাকৃতভাবে তিনটি ভবিষ্যদ্বাণীকে একত্রে যুক্ত করেছিলেন এবং এর মাধ্যমে তিনি ১৭৯৮ থেকে ১৮৪৪-কে সেই ছেচল্লিশ বছর হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, যার মধ্যে তিনি মিলারাইট মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। পদ তেরো ও চৌদ্দের সঠিক বোঝাপড়া একজন ভবিষ্যদ্বাণী-শিক্ষার্থীকে শুধু 'সাত সময়' ও 'দুই হাজার তিনশ দিন' নয়, ২৫২০ ও ২৩০০-র সম্পর্ক বিবেচনা করলে সংখ্যা ২২০-ও, এবং ২৫২০-সংক্রান্ত উভয় ভবিষ্যদ্বাণীর পারস্পরিক সম্পর্ক বিবেচনা করলে সংখ্যা ৪৬-ও শনাক্ত করতে সক্ষম করে।

যখন মূসা ও দানিয়েলের সময়-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ একসঙ্গে সমাপ্ত হলো, তখন পালমোনি একই সঙ্গে '২২০' প্রতীকটি প্রকাশ করেছিলেন; দানিয়েলেটি খ্রি.পূ. ৪৫৭ সালে এবং মূসারটি খ্রি.পূ. ৬৭৭ সালে শুরু হওয়ায়, এই দুই সূচনাবিন্দুর মধ্যবর্তী '২২০' বছরকে বোঝাতে, দুটি ভবিষ্যদ্বাণী যে একসঙ্গে শেষ হবে ঠিক তখনই, যখন হাবাক্কূক '২:২০' ১৮৪৪ সালে ১০-২২ (১০X২২=২২০) তারিখে পরিপূর্ণ হয়েছিল। সেই তারিখটি সপ্তম তূর্য বাজানোর সূচনা চিহ্নিত করেছিল, যখন ঈশ্বরের রহস্য সমাপ্ত হওয়ার কথা ছিল; ফলে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সিলমোহর দেওয়ার জন্য একটি সময়কালের সূচনা নির্দেশিত হয়। সেই তারিখটি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সিলমোহর দেওয়ার সূচনা নির্দেশ করে, কারণ সপ্তম তূর্যধ্বনির সময় যে কাজটি সমাপ্ত হয় তা হলো ঈশ্বরের লোকদের সিলমোহর দেওয়া, যা ঈশ্বরের রহস্য, যা হলো 'খ্রিস্ট তোমাদের মধ্যে, মহিমার আশা', যা হলো ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের সম্মিলন।

উত্তর রাজ্যের 'সাত বার' ১৭৯৮ সালে শেষ হওয়া এবং দক্ষিণ রাজ্যের 'সাত বার' ১৮৪৪ সালে শেষ হওয়া—এই দুইটি মিলে ১৭৯৮ থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত ৪৬ বছরের একটি সময়কাল সৃষ্টি করে। এই সময়কাল শুরু হয় প্রকাশিত বাক্য ১৪-এর প্রথম স্বর্গদূতের আগমনের সঙ্গে, এবং ১৮৪৪ সালে তৃতীয় স্বর্গদূত আগমনের সময় তা শেষ হয়। ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে এটি দুটি সাক্ষীকে শনাক্ত করে, যা নির্দেশ করে যে ১৭৯৮ থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত সময়টি একটি প্রতীকী সময়কাল। ইস্রায়েলের উত্তর ও দক্ষিণ রাজ্যের ওপর 'সাত বার' যথাক্রমে ১৭৯৮ ও ১৮৪৪ সালে সমাপ্ত হয়, এবং এতে ৪৬ বছরের একটি সময়কাল উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় সাক্ষী ছাড়া ওই সময়কাল অর্থহীন। সিস্টার হোয়াইট সরাসরি শিক্ষা দেন যে প্রথম ও দ্বিতীয় ছাড়া তৃতীয় স্বর্গদূত থাকতে পারে না। তিনি আরও সরাসরি চিহ্নিত করেন যে প্রথম স্বর্গদূত ১৭৯৮ সালে এসেছিলেন এবং তৃতীয় স্বর্গদূত এসেছিলেন ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ। প্রকাশিত বাক্য ১৪-এর তিন স্বর্গদূত ১৭৯৮ থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত সময়টি একটি প্রতীকী

ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল—এই সত্যের দ্বিতীয় সাক্ষ্য প্রদান করে।

সংখ্যা ৪৬ মন্দিরের একটি প্রতীক, এবং খ্রিস্ট প্রথমবার মন্দির শুদ্ধ করার সময় আমরা দেখি যে ইহুদিরা খ্রিস্টের সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে উল্লেখ করে যে, হেরোদ যখন মন্দিরটি সংস্কার করেছিলেন, তখন তাতে ছেচল্লিশ বছর লেগেছিল। ইতিহাসবিদরা উল্লেখ করেন যে, ইহুদিরা যে হেরোদের ওই সংস্কারের কথা বলছিলেন, তা শেষ হয়েছিল সেই বছর যখন যিশু বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন। ওই তথ্যটির সঙ্গে এই আধ্যাত্মিক সত্যও যুক্ত যে আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট, এবং তাঁর সেই প্রতিমূর্তিই হলো মন্দির, যার প্রতীক ৪৬।

> আর বাক্য দেহধারণ করলেন, এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন, (এবং আমরা তাঁর মহিমা দেখেছি, পিতার একমাত্রজাতের মহিমার ন্যায়,) অনুগ্রহ ও সত্যে পূর্ণ। যোহন ১:১৪।

'dwelt' হিসেবে অনূদিত শব্দটির অর্থ হলো 'tabernacle'। পবিত্রস্থানের উদ্দেশ্য ছিল, ঈশ্বর যেন বাহিনীর মধ্যে (তাঁর লোকেরা) বাস করতে পারেন। 'dwelt' হিসেবে অনূদিত হিব্রু শব্দ 'tabernacle'—এটাই সেই একই শব্দ যা মোশি যে 'tabernacle' নির্মাণ করেছিলেন, তার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে; আর যখন খ্রিস্ট প্রথম মন্দির শুদ্ধ করেছিলেন, তখন সরাসরি বলা হয়েছে যে খ্রিস্টের দেহই ছিল মন্দির। অ্যাডভেন্টিস্টরা বিশ্বাস করেন যে দুটি পদ, সেখানে পালমোনি যা উপস্থাপন করেছেন তা সঠিকভাবে বুঝলে যে 46 সংখ্যাটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তা যোহনে পাওয়া যায়। যারা দেখতে ইচ্ছুক তাদের জন্য 46 বছর 220-এর সঙ্গে সংযুক্ত।

> আর তাঁর শিষ্যরা স্মরণ করল যে, লেখা আছে, 'তোমার গৃহের জন্য আমার উদ্দীপনা আমাকে গ্রাস করেছে।' তখন ইহুদিরা উত্তর দিয়ে তাঁকে বলল, 'আপনি যেহেতু এসব কাজ করছেন, আমাদের কাছে আপনি কী নিদর্শন দেখান?'
>
> যিশু উত্তর দিয়ে তাঁদের বললেন, এই মন্দির ধ্বংস কর; আর তিন দিনের মধ্যে আমি এটিকে আবার দাঁড় করাব। তখন ইহুদিরা বলল, এই মন্দির নির্মাণে ছেচল্লিশ বছর লেগেছে, আর তুমি কি তিন দিনের মধ্যে এটিকে আবার দাঁড় করাবে? কিন্তু তিনি তাঁর দেহের মন্দির সম্বন্ধে বলছিলেন। যোহন ২:১৭-২১।

বিশ নম্বর পদে—অর্থাৎ যোহন ২:২০-এ—ইহুদিরা বলেন, "এই মন্দিরটি নির্মিত হতে ছেচল্লিশ বছর লেগেছে; আর তুমি কি তিন দিনের মধ্যে এটিকে আবার দাঁড় করাবে?" মন্দিরের সঙ্গে ৪৬ সংখ্যার এই সংযোগটি অধ্যায় ২, পদ ২০ (২:২০)-তেই দেখা যায়। ওই অংশে ইহুদিরা জানায় যে মন্দিরটি নির্মিত হতে ৪৬ বছর লেগেছিল; এটি প্রাচীন ইস্রায়েলের সূচনার সঙ্গে সমান্তরাল, যখন মূসা মন্দির নির্মাণের নির্দেশনা গ্রহণ করতে পাহাড়ে ৪৬ দিন অবস্থান করেছিলেন। আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট, তাই মানব-মন্দিরে ৪৬টি ক্রোমোজোম—পিতার দিক থেকে ২৩টি ও মায়ের দিক থেকে ২৩টি—থাকা কোনো কাকতাল নয়। পুরুষ ও নারীর সেই ২৩টি করে ক্রোমোজোমই মানব-মন্দির গড়ার নির্দেশনা। যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, সেই পালমোনিই মানবদেহের মধ্যে এমন একটি ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছেন যা দেহের প্রতিটি কোষকে নতুন ও সতেজ কোষ দিয়ে প্রতিস্থাপন করে; এবং পুরোনো দেহকোষের পূর্ণ নবায়ন হতে সাত বছর—অর্থাৎ ২৫২০ দিন—লাগে। ইহুদিরা ৪৬ বছরকে মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত করেছিল, কিন্তু খ্রিস্ট তাঁর দেহের কথা বলেছিলেন, যা তিন দিনের মধ্যে উঠিয়ে দেওয়া হবে। ১৭৯৮ থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত মিলারাইট মন্দির উত্থাপিত হয়েছিল, এবং সেটি উত্থাপিত হয়েছিল সেই সময়ে যখন তিন স্বর্গদূত সকলেই আগমন করেন; ১৭৯৮ থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত ৪৬ বছর জুড়ে থাকা ওই তিন স্বর্গদূতকে খ্রিস্ট দিন হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বললেন, "এই মন্দিরটি ভেঙে

ফলে, আর আমি তিন দিনের মধ্যে এটিকে উঠিয়ে দেব," ফলে তিন দিনে উঠিয়ে দেওয়া হবে এমন এক মন্দিরের ধ্বংসের কথার সঙ্গে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হলো।

দানিয়েলে ত্রয়োদশ পদে ধ্বংসপ্রাপ্ত পবিত্রস্থান ও সেনাবাহিনীকে চিহ্নিত করেন। উত্তর রাজ্য 'সেনাবাহিনী'-কে এবং দক্ষিণ রাজ্য 'পবিত্রস্থান'-কে প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ জেরুজালেম সেখানেই অবস্থিত। অতএব যখন পদদলনের প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়, তখন ওই দুই সত্তার (পবিত্রস্থান ও সেনাবাহিনী) মধ্যে যে প্রথমটিকে বন্দিত্বে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তা ছিল উত্তর রাজ্য, খ্রিস্টপূর্ব ৭২৩ সালে। ৪৬ বছর পর, খ্রিস্টপূর্ব ৬৭৭ সালে, যিহূদার দক্ষিণ রাজ্যের জন্য "সাত কাল" শুরু হয়। এর অর্থ, সেনাবাহিনীর পদদলন ১৭৯৮ সালে শেষ হয়েছে এবং পবিত্রস্থানের পদদলন ১৮৪৪ সালে শেষ হয়েছে।

প্রাচীন ইস্রায়েলে বাবিলন থেকে বেরিয়ে এসে তিনটি ফরমানের ভিত্তিতে জেরুজালেম পুনর্নির্মাণ করেছিল; যার তৃতীয়টি শুরু করেছিল দুই হাজার তিনশো বছরের সেই সময়কাল, যার সমাপ্তি ঘটে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ সালে তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমনের মাধ্যমে। ১৭৯৮ সালে আধ্যাত্মিক বাবিলনের শাসনের সেই সময়কাল, যা আক্ষরিক বাবিলনের সত্তর বছরের শাসন দ্বারা প্রতীকায়িত ছিল, সমাপ্ত হয়েছিল; এবং তিন স্বর্গদূত দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা ভাববাদী সময়কালটি ঠিক সেই স্থানে সমাপ্ত হয়েছিল, যেখানে তৃতীয় ফরমান ঘোষণার সময় সেই ভাববাদটির সূচনা হয়েছিল।

তিনটি ফরমানের যে সময়কাল ২৩০০ বছরের আলফা ছিল, তা পুনরাবৃত্ত হয়েছিল তিন স্বর্গদূতের সেই সময়কালে, যা ২৩০০ দিনের ওমেগা ছিল। আলফা ও ওমেগা উভয়ই অ্যাডভেন্টবাদের ভিত্তিগত স্তম্ভ; 457 ও 1844 মন্দির ও জেরুজালেম নির্মাণের কাজকে চিত্রিত করে।

> তাঁকে বলো: 'সেনাবাহিনীর সদাপ্রভু এইরূপ বলেন: দেখ, যার নাম "অঙ্কুর", সেই মানুষ; সে নিজ স্থান থেকে বেড়ে উঠবে, এবং সদাপ্রভুর মন্দির নির্মাণ করবে। হ্যাঁ, তিনিই সদাপ্রভুর মন্দির নির্মাণ করবেন; এবং তিনি মহিমা ধারণ করবেন, এবং তাঁর সিংহাসনে বসে শাসন করবেন; এবং তিনি তাঁর সিংহাসনে একজন যাজক হবেন; এবং শান্তির পরামর্শ উভয়ের মধ্যে থাকবে।' জাখারিয়া ৬:১২, ১৩.

অঙ্কুর হিসেবে খ্রিস্টকে এখানে প্রভুর মন্দিরের নির্মাতা হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে, এবং যেমন তিনি তৃতীয় দিনে উত্থিত হয়েছিলেন, তেমনি ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ তৃতীয় স্বর্গদূত আগমনের সময় মিলারাইট মন্দিরটিও খ্রিস্টের দ্বারাই স্থাপিত হয়েছিল, কারণ প্রভুর মন্দির নির্মাণ করেন তিনিই। যদিও এটি মিলারাইট ইতিহাসে পূর্ণ হয়েছিল, এর নিখুঁত পরিপূর্ণতা ঘটবে অন্তিম বর্ষণের সময়কালে; কারণ 'সে প্রভুর মন্দির নির্মাণ করবে' কথাটির দ্বিগুণ উল্লেখে যারা দেখবে তাদেরকে বুঝতে দেয় যে প্রভু ৪৬ বছরে মিলারাইট মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, বরং অন্তিম বর্ষণের সময় তিনি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের আরেকটি মন্দির নির্মাণ করেন—কারণ পিতর বলেন, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে একটি আত্মিক গৃহ হিসেবে উত্থাপিত করা হবে।

পালমোনিকে "কতদিন" প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন, "দুই হাজার তিনশো দিন পর্যন্ত; তখন পবিত্রস্থান পরিশুদ্ধ হবে," কিন্তু মূসা, এলিয়াহ ও মিলেরাইটরা, পোপতান্ত্রিক শহীদরা, মন্দির পরিমাপকারী জাখারিয়া ও যোহন, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইশাইয়া, এবং আরও যাদের নাম উল্লেখ করা হয়নি তারা বলেন যে তেরো নম্বর পদের "কতদিন" প্রশ্নের উত্তর হলো, "৯/১১ থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত; তখন পবিত্রস্থান পরিশুদ্ধ হবে।"

২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এর প্রতীক ছিল আব্রাহামের তাঁর পুত্রকে উৎসর্গ করা, কারণ সেটি ছিল সেই ক্রুশের প্রতীক, যেখানে স্বর্গীয় পিতা তাঁর পুত্রকে উৎসর্গ করেছিলেন। প্রেরিত পৌলের মতে, লোহিত সাগরে মূসা ও হিব্রুরা বাপ্তিস্মকে নির্দেশ করেছিলেন, যা ক্রুশের প্রতীক; আর সেই ক্রুশকে মোরিয়া পর্বতে ইসহাককে নিয়ে আব্রাহাম প্রতীকায়িত করেছিলেন।

> আরও, ভাইয়েরা, আমি চাই না তোমরা অজ্ঞ থাকো যে আমাদের সকল পিতৃপুরুষ মেঘের অধীনে ছিলেন, এবং সকলেই সমুদ্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন; এবং তারা সকলেই মেঘে ও সমুদ্রে মোশির বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন। ১ করিন্থীয় ১০:১, ২।

এতে অবশ্যই বোঝায় যে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ তারিখটি বাপ্তিস্মের প্রতীক, যে সময় নূহের পরিবারের আটজন বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন। "আট" হচ্ছে পুনরুত্থানের প্রতীক।

> যারা একসময় অবাধ্য ছিল, নোয়ার সময় যখন ঈশ্বর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিলেন—যে সময়ে তরীটি প্রস্তুত হচ্ছিল—তখন সেই তরীতেই অল্প কয়েকজন, অর্থাৎ আটজন, জলের মাধ্যমে রক্ষা পেয়েছিল। তারই প্রতিরূপে এখন বাপ্তিস্মও আমাদের রক্ষা করে (এটা শরীরের ময়লা দূর করা নয়, বরং ঈশ্বরের প্রতি সৎ বিবেকের অঙ্গীকার), যীশু খ্রিস্টের পুনরুত্থানের দ্বারা। ১ পিতর ৩:২০, ২১।

১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর সম্পর্কে প্রকাশিত সত্যের যে কোনো অংশকে ভুল বোঝা, নৌকায় নোহের, লোহিত সাগরে মোশির, মোরিয়া পর্বতে আব্রাহামের এবং ক্রুশে যীশুর সাক্ষ্যকে ভুল বোঝার সমতুল্য। সেই তারিখে তৃতীয় স্বর্গদূত ইতিহাসে আবির্ভূত হয়েছিল, এবং তিনিই সেই স্বর্গদূত যিনি ঈশ্বরের লোকদের সিলমোহর দেন।

> "তখন আমি তৃতীয় স্বর্গদূতকে দেখলাম। আমার সহগামী স্বর্গদূত বললেন, 'ভয়ঙ্কর তার বাক্য, ভয়াবহ তার মিশন। তিনি সেই স্বর্গদূত, যিনি গমকে আগাছা থেকে পৃথক করবেন এবং স্বর্গীয় গোলাঘরের জন্য গমকে সিলমোহর দেবেন বা বেঁধে রাখবেন।' এই বিষয়গুলো সমগ্র মন, সমগ্র মনোযোগকে নিয়োজিত করা উচিত। আবার আমাকে দেখানো হলো যে, আমরা দয়ার শেষ বার্তা পাচ্ছি—এমনটি বিশ্বাস করে যারা, তাদের প্রতিদিন নতুন ভ্রান্তি গ্রহণ বা আত্মসাৎ করছে এমন লোকদের থেকে পৃথক থাকা প্রয়োজন। আমি দেখলাম যে ভুল ও অন্ধকারে যারা রয়েছে, তাদের সমাবেশে তরুণ বা বৃদ্ধ—কেউই উপস্থিত হওয়া উচিত নয়। স্বর্গদূত বললেন, 'যে বিষয়গুলোর কোনো লাভ নেই, সেগুলোর উপর মনকে স্থির করে রাখা বন্ধ করো।'" ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, খণ্ড ৫, ৪২৫।

অতএব, যে পবিত্র ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধারাগুলি সেই তারিখটিকে পূর্বচিত্রিত করেছিল, তাদের পাশাপাশি তৃতীয় স্বর্গদূত এসে তার কাজ শুরু করল, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল জ্ঞানী ও মূর্খ কুমারীদের পৃথকীকরণ, যাদের উক্ত অংশে গম ও আগাছা হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। ১৮৪৪ সালটি কতটা গভীরভাবে পবিত্রভাবে পূর্বচিত্রিত হয়েছে তা না বোঝা, অথবা ১৮৪৪-এর সঙ্গে সংযুক্ত এবং ১৮৬৩ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল এমন পথচিহ্নসমূহ সম্পর্কে যা প্রকাশ করা হয়েছে তা না জানা—এগুলো একটি আত্মাকে অপ্রস্তুত রাখে এই সত্যের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক তাৎপর্যের মোকাবিলা করতে যে অ্যাডভেন্টিস্টবাদের ভিত্তি হিসেবে গণ্য দুটি পিলার কেন্দ্রীয় বিষয় খ্রিষ্টই, এবং সেখানে খ্রিষ্টকে পালমোনি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে—গণিত এবং অন্যান্য সবকিছুর স্রষ্টা হিসেবে।

তেরো নম্বর পদের প্রশ্নের বর্তমান উত্তরটি ১৮৪৫ সালের উত্তর থেকে ভিন্ন। ১৮৪৫ সালে অগ্রদূতরা এক মহা হতাশা কাটিয়ে উঠছিলেন, এবং প্রভু শিষ্যদের যুগের পর থেকে যা আর হয়নি, এমনভাবে একজন নবীর দান পুনঃস্থাপন করছেন—এই ধারণাটি নিয়ে লড়াই করে বোঝার চেষ্টা শুরু করেছিলেন। তারা তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার তাৎপর্য বুঝতে চাইছিলেন, এবং সচেতন হচ্ছিলেন যে সদ্য যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তারা গিয়েছিলেন, তা কোনো অংশেই পবিত্র ইতিহাসের কম নয়। ১৮৫০ সালের মধ্যে তারা ১৮৪৩ সালের অগ্রদূতদের চার্টটি সংশোধন ও প্রতিস্থাপনের জন্য একটি নতুন অগ্রদূতদের চার্ট উপস্থাপন করছিলেন। উভয় চার্টকেই সিস্টার হোয়াইট হবকূক দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'ফলকসমূহ'-এর পরিপূর্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। এ অবস্থায় ১৮৫০ সাল ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাক্যের একটি প্রতিষ্ঠিত পরিপূর্তি।

অগ্রদূতরা বুঝেছিলেন এবং লিখেছিলেন যে ১৮৪৩ সালের চার্টটি হাবাকুকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'ফলকসমূহ'-এর পরিপূর্তি ছিল না—এ কথা অস্বীকার করা মানে ছিল মূল বিশ্বাস ত্যাগ করা। সিস্টার হোয়াইট চার্টটিকে প্রভুর হাতের পরিচালনায় হয়েছে বলে অনুমোদন করেছিলেন এবং হাবাকুকের পরিপূর্তি হিসেবে অনুমোদন করেছিলেন; এবং তিনি ১৮৫০ সালের চার্টটির উপরও একই অনুমোদন প্রদান করেছিলেন। হাবাকুক 'ফলকসমূহ'-কে বহুবচনে উল্লেখ করেছেন, এবং ১৮৪২ সালের মে মাসে যখন ১৮৪৩ সালের চার্টটি মুদ্রিত হয়, তখন তা কিছু সংখ্যায় একটি ভুলসহ মুদ্রিত হয়েছিল, যেটির উপর প্রভু তাঁর হাত রেখেছিলেন। ১৮৫০ সালে একটি নতুন চার্ট উপলব্ধ করা হয়, যা সেই সংখ্যাগুলোর ভুলটি সংশোধন করেছিল। হাবাকুকের ফলকসমূহ ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্তিকে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং সেই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ১৮৪২ সালের মে থেকে ১৮৫০ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত পূর্ণ হয়েছিল।

১৮৪৩-এর সারণি, অর্থাৎ প্রারম্ভিক সারণিতে, একটি ভুল ছিল এবং ১৮৫০-এর সমাপনী সারণিতে কোনো ভুল ছিল না। ১৮৪২ সালের মে মাস থেকে ১৮৫০ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সময়কালটি একটি প্রতিষ্ঠিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল, এবং ১৮৪২ সালের মে ও ১৮৫০ সালের জানুয়ারি—উভয়ই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পথচিহ্নকে উপস্থাপন করে, এবং সেই পথচিহ্নগুলিতে আলফা ও ওমেগার স্বাক্ষর রয়েছে। আলফা বা প্রথম অক্ষর এবং ওমেগা, শেষ ও বাইশতম অক্ষর। ১৮৪২ হলো আলফা এবং ১৮৫০ হলো ওমেগা, এবং যদি আমরা ওই দুটি হিব্রু অক্ষর নিয়ে হিব্রু বর্ণমালার ত্রয়োদশ অক্ষরটি সংযোজন করি, তবে আমরা "সত্য" নামের একটি হিব্রু শব্দ গঠন করতাম, যা হিব্রু বর্ণমালার প্রথম, ত্রয়োদশ এবং বাইশতম অক্ষর দিয়ে বানান করা হয়।

১৮৪২ ও ১৮৫০-এর মাইলফলকগুলোর ওপর প্রয়োগ করা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক যুক্তি হলো যে, এগুলো 'ভুল' দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। আলফায় একটি ভুল ছিল এবং ওমেগা ঠিক সেই একই ভুলটি সংশোধন করেছিল, সুতরাং আলফা ও ওমেগা বর্ণদ্বয়ের মাঝখানে যে বিষয়টি দাঁড়িয়ে আছে তা হলো 'ভুল'—এটি বিদ্রোহের প্রতীক, যা সংখ্যা তেরো প্রতিনিধিত্ব করে। ১৮৪২ থেকে ১৮৫০ একটি প্রতিষ্ঠিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল, যা আলফা ও ওমেগার স্বাক্ষর বহন করে এবং এটি হলো 'সত্য'। যতক্ষণ না সেই ইতিহাসটি একজন লাওদিকীয় সপ্তম-দিবস অ্যাডভেন্টিস্ট আন্তরিকভাবে ও আধ্যাত্মিকভাবে অনুসন্ধান করেন, ততক্ষণ তারা কার্যত সেই সুস্পষ্ট সত্যের প্রতি অন্ধ, যা ১৮৪২ থেকে ১৮৫০ সালের হাবাক্কূকের সারণিসমূহের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল কোনো সন্দেহের অবকাশ না রেখে প্রতিষ্ঠা করে। যে সত্যটি দুই সাক্ষী মিলিতভাবে প্রতিষ্ঠা করেন, তা হলো ১৮৫০ সালের চার্টে কোনো ভুল নেই। ১৮৫০ সালের চার্টে, যেমন ১৮৪৩ সালের চার্টেও, মূসার 'সাত সময়'

অন্তর্ভুক্ত আছে, এবং উভয় চার্টেই 'সাত সময়'টি চার্টের কেন্দ্রের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত স্থাপন করা হয়েছে, যা ৬৭৭ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত 'সাত সময়'-এর সময়কালকে চিত্রিত করে। ২৫২০ শুধু চার্টে রয়েছে তা নয়, এটি চার্টের কেন্দ্রবিন্দু।

'সাত বার'কে চিত্রিত করা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রেখার কেন্দ্রে চিত্রিত হয়েছে ক্রুশ। দুটি সারণিরই কেন্দ্রবিন্দু হলো উপরে থেকে নিচ পর্যন্ত প্রসারিত ২৫২০-এর সময়রেখা। মাঝখানে রয়েছে ক্রুশ। দানিয়েল নবম অধ্যায়ের সাতাশ নম্বর পদ পূরণ করে যে সপ্তাহে খ্রিস্ট অনেকের সঙ্গে চুক্তি নিশ্চিত করছিলেন, সেই সপ্তাহের ঠিক মাঝখানেই ছিল ক্রুশ। সেই সপ্তাহটি সাত বছরকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে ২৫২০ দিন। সারণিগুলোর মতোই, ২৫২০ দিনের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে, খ্রিস্ট ক্রুশে চুক্তি নিশ্চিত করছিলেন। খ্রিস্টের বাপ্তিস্ম থেকে ক্রুশ পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক হিসাবে ১২৬০ দিন ছিল। এর অর্থ, বাপ্তিস্ম থেকে ক্রুশ পর্যন্ত ১২৬০টি প্রাতঃকালীন বলিদান এবং ১২৬০টি সান্ধ্য বলিদান সম্পন্ন হতো, কিন্তু ক্রুশের সময় সর্বশেষে সেই বলির মেষশাবকটি যাজকের হাত থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, আর ঈশ্বরের মেষশাবক সান্ধ্য বলিদান হয়ে উঠলেন এবং সেইভাবে বাপ্তিস্মের পর থেকে ২৫২০তম মেষশাবক বলিদানের প্রতিনিধিত্ব করলেন।

সপ্তাহের কেন্দ্র ছিল ক্রুশ এবং উভয় পবিত্র সারণির কেন্দ্রও ক্রুশ; তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে মেষশাবককে সত্যের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে, যা ২৫২০ দ্বারা প্রতীকীভাবে উপস্থাপিত। ক্রুশ ২৫২০ দিনের মাঝখানে স্থাপিত, এবং ক্রুশে যিশুই ছিলেন ২৫২০তম ও শেষ উৎসর্গ। ১৮৪২ সালের মে থেকে ১৮৫০ সালের জানুয়ারির মধ্যবর্তী ইতিহাসটি ভুলের প্রতিনিধিত্ব করে, এবং খ্রিস্ট—সত্য—দুই অপরাধীর মাঝখানে স্থাপিত হয়েছিলেন; যদিও তিনি অপরাধী ছিলেন না, তাঁকে তেমনই আচরণ করা হচ্ছিল। অতএব আমাদের কাছে তিনজন অপরাধী আছে—একজন হারিয়ে যাবে এবং একজন উদ্ধার পাবে। এই তিন অপরাধী হল তিনটি মাইলফলক, যা অপরাধ দ্বারা একসঙ্গে বাঁধা; যদিও মধ্যবর্তী মাইলফলকটি আলফা ও ওমেগা অপরাধীর বিপরীত। আলফা ও ওমেগা অপরাধীরা মধ্যবর্তী মাইলফলক, অর্থাৎ ক্রুশের মাধ্যমে সংযুক্ত।

১৮৪২ থেকে ১৮৫০ সালের হাবাকুকের সারণিতে, ত্রুটি ছিল সেই মধ্যবর্তী অক্ষর, যা প্রথম ও শেষ পথচিহ্নকে একত্রে বেঁধেছিল। ক্রুশে মধ্যবর্তী পথচিহ্ন তিন অপরাধীকে একত্রে যুক্ত করেছিল, কিন্তু এগুলিতে মধ্যবর্তী পথচিহ্নটি ত্রুটি নয়, এটি সত্য; এবং এমন এক সত্যের উপাদান, যা ক্রুশ ও হাবাকুকের সারণি উভয়ই সমর্থন করে, তা হলো যে ২৫২০—লেবীয়পুস্তক ছাব্বিশের 'সাত বার'—সত্য, এবং সদ্য উপস্থাপিত যুক্তির প্রেক্ষিতে, ২৫২০-কে প্রত্যাখ্যান করা মানে যিশুকে প্রত্যাখ্যান করা।

যখন পালমোনি, সেই "বিস্ময়কর গণনাকারী", বলেন, "দুই হাজার তিনশো দিন পর্যন্ত; তখন পবিত্রস্থান শুচি করা হবে," তখন তিনি "কতদিন" এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। উত্তর আর ১৮৪৪ নয়, কারণ ফিলাডেলফীয় মিলারাইট আন্দোলন ১৮৫৬ সালে সমাপ্ত হয়েছিল—তখন জেমস ও এলেন হোয়াইট চিহ্নিত করেছিলেন যে আন্দোলনটি ফিলাডেলফিয়া থেকে লাওদিকিয়ায় স্থানান্তরিত হয়েছে। যখন সিস্টার হোয়াইট বালতিতে সেই রেখাটি টেনেছিলেন, এর অর্থ ছিল—সেই অবস্থা বদলানো পর্যন্ত ঈশ্বরের তাঁর লোকদের সাথে সম্পর্ককে বিচ্ছেদের প্রতীক হিসেবে বোঝা উচিত; কারণ তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে প্রবেশের জন্য লাওদিকিয়াবাসীদের হৃদয়ের দরজায় কড়া নাড়ছেন। তাঁর দেবত্ব তাদের মানবত্বের মধ্যে নেই। ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর খ্রিস্ট যে কাজটি শুরু করেছিলেন, তা ছিল তাঁর দেবত্বকে মানবত্বের সঙ্গে মিলিত করা; এবং খ্রিস্ট সেই কাজটি করতেও সদিচ্ছুক

ছিলেন, কিন্তু তা ঘটেনি।

> "১৮৪৪ সালের মহা হতাশার পর যদি অ্যাডভেন্টিস্টরা তাদের বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতেন এবং ঈশ্বরের উন্মোচিত পথনির্দেশে ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হতেন—তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা গ্রহণ করে পবিত্র আত্মার শক্তিতে তা সারা বিশ্বে ঘোষণা করতেন—তাহলে তারা ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখতেন; প্রভু তাদের প্রচেষ্টার সঙ্গে মহাশক্তিতে কাজ করতেন; কাজটি সম্পন্ন হতো; এবং খ্রিস্ট তাঁর লোকদের তাদের পুরস্কার গ্রহণ করানোর জন্য এতদিনে এসে যেতেন। কিন্তু সেই হতাশার পর যে সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার সময় এল, তাতে বহু অ্যাডভেন্টিস্ট বিশ্বাসী তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন... ফলে কাজ ব্যাহত হলো, এবং পৃথিবী অন্ধকারে রয়ে গেল। যদি সমগ্র অ্যাডভেন্টিস্ট সম্প্রদায় ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ ও যিশুর বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ হতো, আমাদের ইতিহাস কতই না ভিন্ন হতো!" ইভানজেলিজম, ৬৯৫।

প্রাচীন ইস্রায়েলের ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করে প্রভু আধুনিক ইস্রায়েলকে অন্ধকার যুগের ঘোর অন্ধকার থেকে বের করে আনলেন এবং লোহিত সাগরে তাদের সঙ্গে চুক্তিতে প্রবেশ করলেন, কারণ বাপ্তিস্ম হলো চুক্তিগত সম্পর্কের প্রতীক। কিন্তু ইস্রায়েলকে পরীক্ষা করা হবে—তারা চুক্তি রক্ষা করবে কি না। প্রাচীন ইস্রায়েলের ক্ষেত্রে, গণনাপুস্তকের বর্ণনা অনুযায়ী তারা দশটি পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিল। দশম ব্যর্থতায় তাদের চল্লিশ বছর ধরে মরুভূমিতে মৃত্যুবরণ করার জন্য দণ্ডিত করা হয়েছিল; এর ফলে ১৮৫৬ সালের লাওদিকিয়ার বার্তা প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে আধুনিক ইস্রায়েলের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল। যেমন প্রাচীন ইস্রায়েল ক্রমোন্নত দশটি পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিল (দশ সংখ্যা পরীক্ষার প্রতীক), তেমনি ১৮৪৪ সালে তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমন থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত ফিলাডেলফীয় মিলারাইট আন্দোলনের ওপর একটি ক্রমোন্নত পরীক্ষার প্রক্রিয়া আরোপ করা হয়েছিল।

লোহিত সাগর থেকে কাদেশে প্রথম বিদ্রোহ পর্যন্ত যে দশটি পরীক্ষার সময়কাল, তাকে একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পর্ব হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়, কারণ 'দশ' সংখ্যা পুরো সময়কালটিকে একসূত্রে গেঁথে রেখেছে। 'দশ' যেহেতু পরীক্ষার প্রতীক, সেই দশটি পরীক্ষা চিহ্নিত করেছিল সেই দশটি গোত্রকে, যারা চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং দশম পরীক্ষা ও সামগ্রিক পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় ব্যর্থ হয়েছিল। এই পর্বের শুরু লোহিত সাগর পার হওয়ার ঘটনায়, এবং সাগরের পর দশটি পরীক্ষার প্রথম হিসেবে দশ আজ্ঞাকে উপস্থাপিত করা হয়; প্রথম পরীক্ষা হল বিশ্রামদিন, যা দশ আজ্ঞার প্রতীক ও সীল (মান্না দ্বারা প্রতীকায়িত)। প্রাচীন ইস্রায়েলে এই দশ পরীক্ষার সময়কাল যখন এত স্পষ্টভাবে একটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পর্ব হিসেবে নির্ধারিত, এবং ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা আমাদের জানায় যে লোহিত সাগর পার হওয়া ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবরের প্রতীক ছিল, তখন আমাদের বোঝা উচিত যে ঐ মুহূর্ত থেকেই একটি ক্রমোন্নত পরীক্ষার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। অ্যাডভেন্টবাদীরা তা জানে না, তাই তারা বুঝতে পারে না যে ১৮৬৩ সালে রবিবারের আইন না আসা পর্যন্ত লাওদিকিয়ার মরুপ্রান্তরে তাদের মরার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল—যে আইন সম্পর্কে সতর্কবার্তা ঘোষণা করার দায়িত্ব তাদের দেওয়া হয়েছিল ঠিক সেই পরীক্ষার প্রক্রিয়ার একেবারে শুরুতেই, যা শেষ পর্যন্ত ১৮৬৩-তে গিয়ে পৌঁছায়।

১৮৫৬ সালে মিলেরাইট অ্যাডভেন্টবাদের ওপর 'লাওদিকিয়ার অবস্থা'র ঘোষণা আসার সময়, 'সাত গুণ'-এর ওপর 'নতুন মদ' প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ নতুন আলো কখনোই গৃহীত হয়নি, এবং সাত বছর পরে, বা 2520 ভাববাদী দিন পরে, লাওদিকিয়ার মিলেরাইট আন্দোলন শেষ হয়ে

লাওদিকিয়ার অবস্থায় থাকা সপ্তম-দিবস অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চে পরিণত হলো। মোশি প্রতিশ্রুত দেশে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু দশম পরীক্ষা এসে পৌঁছেছিল, এবং তা স্বাভাবিকভাবেই একটি ভিত্তিমূলক পরীক্ষা ছিল, কারণ শুরু থেকেই মোশির ওপর অর্পিত কাজটি ছিল ঈশ্বরের লোকদের প্রতিশ্রুত দেশে নিয়ে যাওয়া। মোশি মিশরে পৌঁছানোর আগেই সেটিই ছিল তাঁর কাজ। দশম পরীক্ষা এসে গিয়েছিল, আর বিদ্রোহীরা প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করা নিয়ে দোদুল্যমান ছিল।

> আর আমি তোমাদের বললাম, তোমরা আমোরীয়দের পর্বতে এসে পৌঁছেছ, যা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদের দিচ্ছেন। দেখ, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু দেশটিকে তোমার সামনে রেখেছেন; উঠে তা অধিকার করো, যেমন তোমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে বলেছেন; ভয় কোরো না, নিরুৎসাহিত হয়ো না। তখন তোমরা প্রত্যেকে আমার কাছে এসে বললে, আমরা আমাদের আগে লোক পাঠাব, তারা আমাদের জন্য দেশটি অনুসন্ধান করবে এবং কোন পথে আমাদের উঠতে হবে ও কোন কোন নগরে আমরা পৌঁছব, সে বিষয়ে আবার আমাদের কাছে খবর এনে দেবে। আর কথাটি আমাকে খুবই ভালো লাগল; এবং আমি তোমাদের মধ্যে থেকে বারোজন লোক নিলাম, প্রতি গোত্র থেকে একজন করে। ব্যবস্থাবিবরণী ১:২০-২৩।

সেই মুহূর্ত থেকে বারো গুপ্তচরের ফিরে আসা পর্যন্ত সময়টি ১৮৫৬ সালে শেষ ভিত্তিমূলক পরীক্ষা এসে পৌঁছানোর পরের ইতিহাসকে প্রতিনিধিত্ব করে; এবং পরবর্তী সাত বছর লাওদিকীয় মিলেরাইটরা দেশজুড়ে অনুসন্ধান চালায়, অবশেষে তারা আন্দোলন হিসেবে থেমে একটি গির্জায় পরিণত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

মিলার যে প্রথম সত্যটি আবিষ্কার করেছিলেন তা ছিল "সেভেন টাইমস"; এটি যিরমিয়ের প্রাচীন পথসমূহ গঠনকারী ভিত্তিমূলক সত্যগুলোর ভিত্তি হয়ে ওঠে। অ্যাডভেন্টিজমে আনা সর্বশেষ নতুন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক আলোটি ছিল ১৮৫৬ সালে, এবং তা ছিল "সেভেন টাইমস" বিষয়ে প্রবন্ধসমূহের একটি ধারাবাহিক। এই ঐতিহাসিক সত্যগুলোর গভীর অধ্যয়নে বিপুল আলো রয়েছে, কিন্তু আমরা যদি নিরূপণ করতে চাই কেন দানিয়েল আটের চতুর্দশ পদের উত্তর হলো "৯/১১ থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত, তখন পবিত্রস্থান শুদ্ধ করা হবে", তবে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

যে কাজটি খ্রিস্ট ১৮৪৪ সালে শুরু করেছিলেন, তা ১৮৬৩ সালে বিচ্যুত হয়ে পড়ে; ফলে তখন শুরু হওয়া পবিত্রস্থানের "শুদ্ধিকরণ" স্থগিত রাখা হয়, যখন ঈশ্বরের লোকেরা লাওদিকিয়ার মরুভূমি অতিক্রম করতে শুরু করল। এই কারণে, ১৮৪৪ থেকে ১৮৬৩ সময়পর্বে খ্রিস্ট যে কাজ সম্পন্ন করার কথা ছিল, তা অবশ্যম্ভাবীভাবে পুনরাবৃত্ত হতে হবে, যখন তৃতীয় স্বর্গদূত—যিনি পৃথক করেন ও সীলমোহর দেন—অবশেষে "শুদ্ধিকরণ" দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা কাজটি সম্পন্ন করবেন। ১৮৪৪ থেকে ১৮৬৩-এর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক দিকচিহ্নসমূহ সেই দিকচিহ্ন, যেগুলিতে খ্রিস্ট পবিত্রস্থানের শুদ্ধিকরণের কাজ সম্পন্ন করতেন; এবং সেই দিকচিহ্নসমূহ সেই ইতিহাসকে নির্দেশ করে, যেখানে কাজটি সম্পন্ন হবে। যদি দেখানো যায় যে ১৮৪৪ থেকে ১৮৬৩ ৯/১১ থেকে সানডে আইন পর্যন্ত সময়কালকে প্রতিনিধিত্ব করে, তবে "কতকাল" প্রশ্নটি "কতকাল" দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা অন্যান্য রেখার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

১৮৪৪ ছিল তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমনের বছর, এবং ১৮৬৩ পরীক্ষার সময়কালের সমাপ্তি চিহ্নিত করে। ১৮৪৬ সালে হোয়াইটরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং এলেনের শেষ নাম হারমন থেকে হোয়াইটে পরিবর্তিত হয়; ওই বছরই এই দম্পতি সপ্তম দিনের সাবাথ পালন

করতে শুরু করেন। ভবিষ্যদ্বাণীমূলক দৃষ্টিতে সাবাথ, বিবাহ ও নামপরিবর্তন—সবই চুক্তিমূলক সম্পর্কের প্রতীক। প্রভু ১৮৪৪-এর লোহিত সাগর পার করিয়ে আধুনিক ইসরায়েলকে নিয়ে এলেন এবং ১৮৪৬ সালে তাঁদের সিনাইয়ে আনলেন, যাতে তাঁদের আইন দেন ও তাঁদের সঙ্গে চুক্তিবিদ্ধ হন। ঐ আইন, হাবাক্কূকের দুটি ফলকের মতোই, দুটি ফলকের উপর লেখা; প্রথম ফলকে ৪টি আজ্ঞা এবং দ্বিতীয় ফলকে ৬টি। এই দুটি ফলক প্রাচীন ও আধুনিক উভয় ইসরায়েলের চুক্তিগত সম্পর্ককে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং একত্রে চুক্তির ওই দুটি ফলক—অর্থাৎ দশ আজ্ঞা—প্রাচীন ইসরায়েলের ক্ষেত্রে প্রতীকভাবে ৪৬ দ্বারা চিহ্নিত। হাবাক্কূকের দুটি ফলক শেষ বর্ষণের ইতিহাসকে প্রতিনিধিত্বকারী এক প্রতিরূপ। পেন্টেকস্টের দুই দোলরুটি নিবেদনের সঙ্গে মিলিয়ে, এগুলো মিলিতভাবে যে নিশানাকে প্রতিনিধিত্ব করে তা হলো এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার।

সিস্টার হোয়াইটের নাম হারমেন থেকে হোয়াইটে পরিবর্তিত হয়েছিল। ‘Harmen’ শব্দের অর্থ শান্তির এক সৈনিক, কিন্তু তা ‘White’ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল, যা খ্রিস্টের ধার্মিকতা। ‘Gould’ নামের অর্থ সোনা, আর ‘Ellen’ মানে উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় আলো। তার নাম লাওদিকীয় বার্তার প্রতিনিধিত্ব করে।

> আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, আমার কাছ থেকে আগুনে পরিশোধিত সোনা কিনে নাও, যাতে তুমি ধনী হও; আর সাদা বস্ত্র, যাতে তুমি পরিধান কর এবং তোমার উলঙ্গতার লজ্জা যেন প্রকাশ না পায়; আর চোখের মলম তোমার চোখে লাগাও, যাতে তুমি দেখতে পারো। প্রকাশিত বাক্য ৩:১৮।

"চোখের মলম" হলো ঈশ্বরের বাক্যের আলো, আর এলেন এক উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান আলো। ১৮৫৬ সালে মিলারাইটদের নিরাপত্তা নিহিত ছিল তার লেখার মাধ্যমে উপস্থাপিত এবং তার নামেও প্রতিফলিত লাওদিকিয়ার প্রতি সেই বার্তাটি গ্রহণ করার মধ্যে। সিস্টার হোয়াইট স্পষ্ট বলছেন যে ১৮৮৮ সালে জোন্স ও ওয়াগোনারের বার্তাটি ছিল লাওদিকিয়ার বার্তা, এবং তাদের বার্তাটি তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তাও ছিল।

> "প্রভু তাঁর মহান করুণায় এল্ডার ওয়াগনার ও জোন্সের মাধ্যমে তাঁর লোকদের কাছে এক অত্যন্ত মূল্যবান বার্তা পাঠিয়েছেন। ... এটাই সেই বার্তা যা ঈশ্বর বিশ্বের কাছে দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। এটি তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা, যা উচ্চ স্বরে ঘোষণা করতে হবে এবং প্রচুর পরিমাপে তাঁর আত্মার ঢালাও বর্ষণের সঙ্গে থাকবে।" টেস্টিমোনিজ টু মিনিস্টার্স, ৯১।

তৃতীয় স্বর্গদূত ১৮৪৪ সালে আগমন করেছিলেন, এবং তিনি ১৮৮৮ সালে দ্বিতীয়বার তাঁর কাজ করার চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৮৮-এর বার্তা ছিল লাওদিকিয়ার বার্তা; সেটি ছিল তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা; তা প্রকাশিত বাক্য ১৮-এর স্বর্গদূতের অবতরণকে চিহ্নিত করেছিল; সেটি ছিল বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকতার বার্তা, যা শেষের বৃষ্টির ঢালাও বর্ষণের সময় ঘোষিত হয়। তৃতীয় স্বর্গদূত ১৮৪৪ সালে এবং পরে ১৮৮৮ সালে আবারও এসেছিলেন, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা হয়; তবে উভয় ঘটনাই উদাহরণস্বরূপ দেখায় যে তৃতীয় স্বর্গদূত কখন শেষের বৃষ্টির সময় আগমন করবেন। ১৮৪৪ হলো ৯/১১-এর প্রতীক, এবং যদি ১৮৬৩ রবিবারের আইনকে প্রতিরূপ করে, তবে ‘৯/১১ থেকে রবিবারের আইন’ পর্যন্ত যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল ‘কতকাল’ প্রতীকে চিহ্নিত, তা তেরো নম্বর আয়াতের ‘কতকাল’ প্রশ্নের বর্তমান সত্যের উত্তরকে উপস্থাপন করবে।

১৮৪২ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত মিলারাইটদের ইতিহাস একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল, যা ১৮৪৪ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত তৃতীয় দূতের পরীক্ষার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কালের সাথে আংশিকভাবে মিলে যায়। ১৮৪২ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত সময়ে এমন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মাইলফলক রয়েছে, যা 9/11 থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত ইতিহাসকে চিত্রিত করে, যখন খ্রিষ্ট তাঁর মন্দির শুদ্ধ করেন—প্রথমে তাঁর গির্জা এবং এরপর একাদশ ঘণ্টার শ্রমিকদের। রবিবারের আইনের সময়, খ্রিষ্ট বিশ্ববাসীর সামনে পতাকাস্বরূপ উৎসর্গ হিসেবে উপস্থাপনের জন্য একটি শুদ্ধ জাতি পাবেন, এবং গির্জা হয়ে উঠবে বিজয়ী গির্জা। তখন তাঁর পবিত্রস্থান শুদ্ধ করা হয়ে যাবে।

আমরা "কতকাল" প্রতীকটি স্থানমতো বসিয়েছি, যদিও অবশ্যই আরও কিছু আছে। আমরা এটি এবং আগের পাঁচটি প্রবন্ধকে আবার যোয়েলের বইয়ের দৃষ্টিকোণে আনতে শুরু করব, তবে এই পাশের প্রসঙ্গগুলোকে স্থানমতো বসানো গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। আমরা যে প্রতিটি "কতকাল" বিবেচনা করেছি তার সাক্ষ্য মিলে যায় সেই "কতকাল" প্রশ্নের সঙ্গে, যার উত্তর পালমনি চৌদ্দ নম্বর পদে দিয়েছেন, কারণ পবিত্রস্থান 9/11 থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত শুদ্ধ করা হবে। সেই ইতিহাসই শেষে বৃষ্টির ইতিহাস, এবং শেষে বৃষ্টির ইতিহাস যোয়েলের বইয়ে উপস্থাপিত হয়েছে।